# অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চায় গণসাক্ষরতা অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদক**
০১ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদেরসময়

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করে তা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছে গণসাক্ষরতা অভিযান। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা নিয়ে ঘোষিত ১২ দফা প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে এসব দাবি ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী। তিনি জানান, তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তার মতে, শিক্ষাব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার পরিসর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাড়াতে হবে এবং তা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত ‘ব্রিজ কোর্স’ যার মাধ্যমে এক ধারা থেকে আরেক ধারায় যাতায়াত সহজ করা এবং মাধ্যমিকে কারিগরি শিক্ষা যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে- তা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হলেও গণসাক্ষরতা অভিযান বলছে, এর আগে ভিত্তি মজবুত করা জরুরি। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা অনুযায়ী পেশাগত বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যুক্ত হতে পারবে। বৃত্তি পরীক্ষার বিষয়ে সংগঠনটি স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। তাদের মতে, শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষাপদ্ধতি পুনর্বিবেচনার সময় শ্রেণিভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন জোরদার করা প্রয়োজন।

দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা সহায়ক ক্লাসের ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অতিরিক্ত প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাবও রাখা হয়। পাশাপাশি শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও নাগরিক সমাজের মতামত নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব কমে গেছে। কোচিং ও গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

তার ভাষায়, ‘যদি শিক্ষার্থীরা গাইড বই-ই পড়ে, কোচিং সেন্টারেই যায়, তাহলে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন কেবল ‘পরীক্ষার্থী’ হয়ে না ওঠে তাতে সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এ বিষয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নবিষয়ক পরামর্শক কমিটির প্রধান মনজুর আহমদ বলেন, নিম্ন শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষার পরিবর্তে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত। তার মতে, বৃত্তি পরীক্ষা মূলত সীমিতসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রণোদনা দেয়, কিন্তু বিপুলসংখ্যক পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে না। তিনি মন্তব্য করেন, বৃত্তি পরীক্ষা পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি এবং তা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বেশকিছু দাবি উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে- অষ্টম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা শুরু, বাজেট বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, ধাপে ধাপে সব বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু, সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন। মনজুর আহমদ রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার না দিলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অপপ্রভাব বন্ধ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে এডুকেশন ওয়াচের আহ্বায়ক আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শাহ শামীম আহমেদ এবং বাংলাদেশ ক্যাথলিক এডুকেশন বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক জ্যোতি এফ গমেজ বক্তব্য দেন। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের অবহেলার অবসান ঘটবে।